আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি

প্রথম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ
আকাইদ ও ফিকহ্

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

রচনা
ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ	:	, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১** এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ্ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ্** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
		আকাইদ	
প্রথম		ইমান	
	পাঠ-১	ইমানের পরিচয়	১
	পাঠ-২	আল্লাহ তাআলার নাম ও পরিচয়	২
	পাঠ-৩	কালিমা তায়্যিবা	৩
	পাঠ-৪	কালিমা শাহাদাত	৪
দ্বিতীয়		নবি-রাসুল, ইসলাম ও কুরআন মাজিদ	
	পাঠ-১	প্রথম নবির নাম	৬
	পাঠ-২	সর্বশেষ নবির নাম	৭
	পাঠ-৩	ইসলাম	৮
	পাঠ-৪	কুরআন মাজিদ	৯
		ফিকহ	
তৃতীয়		অজু ও গোসল	
	পাঠ-১	অজু	১১
	পাঠ-২	গোসল	১২
চতুর্থ		আজান ও সালাত	
	পাঠ-১	আজান	১৫
	পাঠ-২	সালাত	১৬
		আখলাক ও দোআ	
পঞ্চম		আখলাক	
	পাঠ-১	আখলাকে হাসানা	১৮
	পাঠ-২	সালাম	১৯
	পাঠ-৩	মুসাফাহা	২০
	পাঠ-৪	সত্য কথা বলা	২১
ষষ্ঠ		দোআ	
	পাঠ-১	তাআওউজ	২৩
	পাঠ-২	তাসমিয়া	২৩
	পাঠ-৩	আল্‌হামদুলিল্লাহ	২৪
	পাঠ-৪	ইনশা-আল্লাহ	২৪
	পাঠ-৫	মা শা-আল্লাহ	২৫
	পাঠ-৬	সুবহানাল্লাহ	২৫
	পাঠ-৭	ইন্না লিল্লাহ	২৬
		শিক্ষক নির্দেশিকা	২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

ইমান – اَلْإِيْمَانُ

পাঠ-১

ইমানের পরিচয়

ইমান অর্থ বিশ্বাস করা।

আমরা মুসলমান। ইসলামের মূল বিষয়সমূহ আমরা মন দিয়ে বিশ্বাস করি। আমরা আল্লাহ তাআলার উপর ইমান আনি। তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলি।

ছড়া

ইমান মানে বিশ্বাস করা,
বিশ্বাস মতো আমল করা।
আল্লাহর উপর ইমান আনি,
আল্লাহ এক সবাই মানি।

পাঠ-২

আল্লাহ তাআলার নাম ও পরিচয়

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের পালনকর্তা ও রিজিকদাতা।

خَالِقٌ–সৃষ্টিকর্তা। رَبٌّ –পালনকর্তা। رَزَّاقٌ – রিজিকদাতা।

ছড়া

আল্লাহ খালিক আল্লাহ মালিক
সৃষ্টি তাঁরই সব,
আল্লাহ মোদের রিজিকদাতা
পালনকারী রব।

পাঠ-৩

কালিমা তায়্যিবা (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

ছড়া

আল্লাহ তাআলা একক ইলাহ
নেইতো ইলাহ অন্য আর
মোদের নবি বিশ্বনবি
প্রেরণ করা রাসুল তাঁর।

পাঠ-৪

কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ)

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

ছড়া

সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ছাড়া
অন্য কোনো ইলাহ নেই,
মহান আল্লাহ একক তিনি
তাঁর যে কোনো শরিক নেই।

ছড়া

তাঁরই রাসুল মোদের নবি
এই কথাটা সাক্ষ্য দিলাম,
তিনি আল্লাহর বান্দা আরো
সাথে এটাও সাক্ষ্য দিলাম।

অনুশীলনী

১। ইমান শব্দের অর্থ কী?

২। আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে?

৩। رَبٌّ অর্থ কী?

৪। কালিমা তায়্যিবা মুখে বল।

৫। কালিমা শাহাদত মুখে বল।

৬। 'আল্লাহ খালিক, আল্লাহ মালিক' ছড়াটি বল।

৭। 'আল্লাহ তাআলা একক ইলাহ' ছড়াটি বল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) ইমান মানে বিশ্বাস করা

...................................।

(খ) আল্লাহ মোদের রিজিকদাতা

......................................।

(গ) মহান আল্লাহ একক তিনি

....

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি-রাসুল, ইসলাম ও কুরআন মাজিদ

পাঠ-১

প্রথম নবির নাম

প্রথম নবির নাম হজরত আদম আলাইহিস সালাম।

ছড়া

প্রথম নবি হজরত আদম
প্রথম মানব তিনি
তিনি মোদের আদি পিতা
তাঁর কাছে সব ঋণী।

ছড়া

আদি পিতা আদম নবি
মাতা হলেন হাওয়া
তাঁদের প্রতি রাখলে ইমান
পাব আল্লাহর দয়া।

২০২০

পাঠ-২

সর্বশেষ নবির নাম

সর্বশেষ নবির নাম হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের প্রিয়নবি ও রাসুল।

ছড়া

শেষ নবি মুহাম্মদ (ﷺ)
সকল নবির সেরা,
পরকালে পাব নাজাত
তাঁর অসিলায় মোরা।

২০২০

পাঠ-৩

ইসলাম

আমাদের ধর্মের নাম দীন ইসলাম। ইসলাম শান্তির ধর্ম।

ছড়া

আমরা হলাম মুসলমান
ইসলামের পথ সুমহান
বিশ্বজুড়ে আমরা ছড়াই
মানবতার আহ্বান।

সব মুসলমান ভাই ভাই
হিংসা-বিদ্বেষ নাইরে নাই
ধনী-গরিব নাই ভেদাভেদ
সকল মানুষ এক সমান।

পাঠ-৪

কুরআন মাজিদ

আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কুরআন মাজিদ। কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী।

ছড়া

কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম
হিদায়াতের বাণী
সারা জীবন চলব মোরা
কুরআন-সুন্নাহ মানি।

অনুশীলনী

১। প্রথম নবির নাম কী?

২। সর্বশেষ নবির নাম কী?

৩। আমাদের ধর্মের নাম কী?

৪। আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

৫। 'প্রথম নবি হজরত আদম' ছড়াটি বল।

৬। 'শেষনবি মুহাম্মদ' ছড়াটি বল।

৭। 'আমরা হলাম মুসলমান' ছড়াটি বল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) আদি পিতা-মাতা হলেন

(খ) তাঁদের প্রতি রাখলে ইমান

(গ) শেষ নবি মুহাম্মদ

(ঘ) ধনী-গরিব নাই ভেদাভেদ

(ঙ) কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম

ফিকহ

তৃতীয় অধ্যায়

অজু ও গোসল

পাঠ-১

অজু (اَلْوُضُوْءُ)

অজু শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। পবিত্র পানি দিয়ে অজু করতে হয়।

অজুর ফরজ চারটি। যথা-

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা

২। উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।

৩। মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা।

৪। উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

ছড়া

হাত মুখ ধৌত করে
মাথা মাসেহ ও পা ধুয়ে
অজুর ফরজ চারটি মোরা
আদায় করি মন দিয়ে।

ছড়া

আল্লাহ পাকের ইবাদতে
স্বাদটা যদি পেতে হয়
নিয়ম মতো অজু করে
পাক পবিত্র হতে হয়।

পাঠ-২

গোসল (اَلْغُسْلُ)

গোসল শব্দের অর্থ- ধৌত করা, পরিষ্কার করা, পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করতে হয়। গোসল করলে শরীর ভালো থাকে। গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার ও পবিত্র হয়।

ছড়া

কুলি করি ভালো করে
দেই নাকে পানি
ভালো করে শরীর ধুয়ে
পবিত্রতা আনি।

অনুশীলনী

১। অজু শব্দের অর্থ কী?

২। অজুর ফরজ কয়টি?

৩। অজুর ফরজসমূহ বল।

৪। গোসল শব্দের অর্থ কী?

৫। কী দিয়ে গোসল করতে হয়?

৬। কোন কাজ করলে শরীর ভালো থাকে?

৭। 'হাত মুখ ধৌত করে' ছড়াটি বল।

৮। 'কুলি করি ভালো করে' ছড়াটি বল।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) অজু শব্দের অর্থ--------- ।

(খ) গোসল শব্দের অর্থ -------- ।

(গ) ----------- পানি দিয়ে গোসল করতে হয়।

(ঘ) অজুর ফরজ -------টি।

২০২০

চতুর্থ অধ্যায়

আজান ও সালাত

পাঠ-১

আজান (اَلْأَذَانُ)

আজান অর্থ আহবান করা, নির্দিষ্ট বাক্যসমূহ দ্বারা সালাতের জন্য ডাকা। অজু করে কিবলার দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আজান দিতে হয়।

আজানের বাক্যসমূহ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ছড়া

আজান হলো পড়তে সালাত
মুআজ্জিনের ডাক,
পড়লে সালাত খুশি হবেন
মহান আল্লাহ পাক।

পাঠ-২

সালাত (اَلصَّلٰوة)

প্রত্যেক মুসলমানকে দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম হলো-

১. ফজর, ২. জোহর, ৩. আসর, ৪. মাগরিব, ৫. এশা।

ছড়া

ফজর জোহর আসর
মাগরিব এবং এশা,
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আছে
মোদের মুক্তির আশা।

অনুশীলনী

১। আজান শব্দের অর্থ কী?

২। কিভাবে আজান দিতে হয়?

৩। প্রতিদিন কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয়?

৪। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বল।

৫। আজানের বাক্যসমূহ বল।

৬। 'আজান হলো পড়তে সালাত' ছড়াটি বল।

৭। 'ফজর জোহর আসর' ছড়াটি বল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) আজান শব্দের অর্থ ------------।

(খ) কিবলার দিকে মুখ করে ---------- আজান দিতে হয়।

(গ) প্রত্যেক মুসলমানকে দিনে -------- সালাত আদায় করতে হয়।

(ঘ) পড়লে সালাত খুশি হবেন

(ঙ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আছে

আখলাক ও দোআ

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ

আখলাক অর্থ স্বভাব, চরিত্র। আর হাসানাহ অর্থ সুন্দর। আখলাকে হাসানাহ অর্থ- সুন্দর স্বভাব, উত্তম চরিত্র।

ছড়া

আখলাক ভালো যার
সবে তারে ভালো পায়
সমাজের সব লোক
সদা তার গুণ গায়।

ছড়া

আমাদের প্রিয়নবি
আখলাকে সুমহান
তাঁর থেকে পাই মোরা
খুলুকে হাসান।

পাঠ-২

সালাম

এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের দেখা হলে সালাম দিতে হয়। সালাম দেওয়া সুন্নাত।

সালাম ও সালামের জবাব

সালাম	জবাব
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ	وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (وَرَحْمَةُ اللهِ)
অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	অর্থ: আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। (এবং আল্লাহর রহমত)

ছড়া

দেখা হলে ভাইয়ের সাথে
সালাম দেব আগে,
সালাম দিলে ভাই আমার
মনের সাথে মিলে।
সালাম দেওয়া ভালো কাজ
সালাম দিতে নেই লাজ।

পাঠ-৩

মুসাফাহা

সালাম শেষে আমরা একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলাই। এর নাম মুসাফাহা। মুসাফাহার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়।

মুসাফাহার দোআ
يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ
অর্থ: আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন।

ছড়া

সুন্দরভাবে সালাম দিয়ে
একে অন্যের হাত ধরি,
গুনাহ মাফের জন্য দোআ
আল্লাহর কাছে করি।

দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত।

পাঠ-৪

সত্য কথা বলা

সত্য কথা বলা মহৎ গুণ। মানব জীবনে সত্য কথা বলা জরুরি। আমরা সব সময় সত্য কথা বলব।

ছড়া

সত্য কথা বলব
সত্য পথে চলব।
সত্য আনে পুণ্য
জীবন হবে ধন্য।

অনুশীলনী

১। আখলাক শব্দের অর্থ কী?

২। হাসানা শব্দের অর্থ কী?

৩। সালাম দেওয়া কী?

৪। কী বলে সালাম দিতে হয়?

৫। সালামের জবাবে কী বলতে হয়?

৬। মুসাফাহার দোআটি বল।

৭। 'আখলাক ভালো যার' ছড়াটি বল।

৮। ' দেখা হলে ভাইয়ের সাথে' ছড়াটি বল।

৯। 'সন্দুরভাবে সালাম দিয়ে' ছড়াটি বল।

১০। 'সত্য কথা বলব' ছড়াটি বল।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) আখলাকে হাসানা অর্থ ---------।

(খ) সালাম দেওয়া ------------।

(গ) দেখা হলে ভাইয়ের সাথে

(ঘ) সুন্দরভাবে সালাম দিয়ে

(ঙ) গুনাহ মাফের জন্য দোআ

(চ) সত্য কথা বলব

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোআ

পাঠ-১

তাআওউজ (আউজু বিল্লাহ পড়া)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের আগে তাআওউজ পড়তে হয়। তাআওউজ মানে আউজু বিল্লাহ বলা।

পাঠ-২

তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ বলা)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
অর্থ: পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল ভালো কাজের শুরুতে তাসমিয়া পড়তে হয়। তাসমিয়া মানে বিসমিল্লাহ বলা।

পাঠ-৩

আল্‌হামদুলিল্লাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

কোনো ভালো সংবাদ শুনলে, খাওয়ার শেষে এবং কোনো ভালো কাজ শেষ করে **‘আল্‌হামদুলিল্লাহ’** বলতে হয়।

পাঠ-৪

ইনশা-আল্লাহ

إِنْ شَآءَ اللّٰهُ
অর্থ: যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন।

এখনো বলা হয়নি পরে বলব, এখনো করা হয়নি পরে করব, এমন কথা বা কাজের ক্ষেত্রে বলতে হয়- **'ইনশা-আল্লাহ'**।

পাঠ-৫

মা শা-আল্লাহ

مَا شَآءَ اللّٰهُ
অর্থ: আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন

কেউ কোনো ভালো কাজ করলে বা কারো পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনলে বা কোনো ভালো খবর শুনলে বলতে হয় **মা শা-আল্লাহ**।

পাঠ-৬

সুবহানাল্লাহ

سُبْحَانَ اللّٰهُ
অর্থ: আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

আল্লাহ তাআলার মহিমা শুনে, কোনো আশ্চর্যজনক জিনিস, সুন্দর ফুল ও ফল এবং সুন্দর কথা শুনে বলতে হয় **‘সুবহানাল্লাহ’**।

পাঠ-৭

ইন্না লিল্লাহ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

কেউ মারা গেছে শুনলে, কিছু হারানো গেলে ও খারাপ খবর শুনলে বলতে হয় **‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’**।

অনুশীলনী

১। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের শুরুতে কী পড়তে হয়?

২। সকল ভালো কাজের শুরুতে কী পড়তে হয়?

৩। কোন ভালো সংবাদ শুনলে কী বলতে হয়?

৪। এখনো করা হয়নি পরে করব এমন কাজের ক্ষেত্রে আমরা কী বলব?

৫। কারো পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনলে আমরা কী বলব?

৬। কোনো আশ্চর্যজনক জিনিস দেখলে কী বলতে হয়?

৭। কেউ মারা গেছে শুনলে কী বলতে হয়?

৮। শুদ্ধ উচ্চারণে বল:

(ক) তাআওউজ (খ) তাসমিয়া (গ) ইন্না লিল্লাহ

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের আগে----- পড়তে হয়।

(খ) সকল ভালো কাজের শুরুতে ----------- পড়তে হয়।

(গ) কোনো ভালো কাজ শেষ করলে --------- পড়তে হয়।

(ঘ) কোনো ভালো খবর শুনলে বলতে হয় ----------।

(ঙ) খারাপ খবর শুনলে ----------- বলতে হয়।

শিক্ষক নির্দেশিকা

প্রথম শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এ পুস্তিকাটি প্রণীত হয়েছে। নবীন শিক্ষার্থী অক্ষর জ্ঞানের কথা চিন্তা করে আকাইদ ও ফিকহের প্রত্যেক পাঠে মূল বিষয়টি অতি সংক্ষেপে ও ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

- আরবি শব্দের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানোর জন্য আরবি শব্দগুলো বাংলা উচ্চারণ ছাড়াই আরবিতে লেখা হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছড়াগুলো সুর দিয়ে আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সমস্বরে তা উচ্চারণ করবে।
- শিক্ষকগণ এ শ্রেণিতে কখনো শিক্ষার্থীদের বানান করে ছড়া উচ্চারণ করতে বলবেন না। তৃতীয় অংশে উল্লেখিত দোআগুলো একইভাবে সহিহ উচ্চারণে শেখাবেন।
- অজু, আজান ইত্যাদি শিক্ষক নিজে করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা দেখবে এবং করবে। অনুরূপ, শিক্ষক ২/৩/৪ রাকাত বিশিষ্ট সালাত পড়ে দেখাবেন।
- প্রতি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী আছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সঠিক জবাব নেয়ার চেষ্টা করবেন। এ কাজের সুবিধার্থে শিক্ষার্থীরা সমস্বরে ছড়ার শূন্যস্থান পূরণ করবে।
- ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা নতুন কোনো বিষয় পেলেই এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় তাদের আগ্রহকে সত্য ও সুন্দরের অভিমুখী করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ১ম – আকাইদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন
– আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য